দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 24 MAY 1987

028

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষাবিদ মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহঃ)

মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা

বাংলাদেশ আলেম শিরোমনি, খতিবে আযম, শায়খুল হাদীস, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ আজ আর আমাদের মাঝে নেই। গত উনিশ মে তিনি কক্সবাজারের চকোরিয়া থানার বরইতলী গ্রামের নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সর্বস্তরের মানুষ বিশেষতঃ আলেম সমাজ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। প্রবাদ আছে, "মউতুল আলিমি মউতুল আলাম" অর্থাৎ একজন আলেমের মৃত্যু একটি জগতের মৃত্যুর সমান। মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এ পর্যায়ের আলেম ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। রাসূল করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; আল্লাহতায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দান করেন। মরহুম মাওলানাকে আল্লাহতায়ালা দ্বীন ইসলামের অসাধারণ ও বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্য শুধু কেতাবী তালিমে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সুবক্তা ও লেখক ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে যারা কিছু দিনও চলাফেরা করেছেন তারা তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অবহিত আছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে, বিনয়ী এবং সদালাপী ছিলেন।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর নিজ গ্রামের একটি মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়া শেষ করার পর ভবিষ্যতের এ ক্ষণজন্মা পুরুষ কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে অধিক জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যকুল হয়ে পড়েন। সে সময়ের প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার মাঝেও ইলম অর্জনের অদম্য আগ্রহ নিয়ে তিনি ভারতে চলে যান। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা তখনকার সময় উপমহাদেশের সাড়া জাগানো ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। তিনি প্রথমে ভারতের শাহরানপুরে এবং পরে দেওবন্দে আফসীর হাদীস, ফেকাহ শাস্ত্র, মানতিক ও ইলমে তাসাউফে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। উচ্চ শিক্ষালাভ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কক্সবাজার আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য থাকলেও হাদীসের দরশে তার অসাধারণ প্রতিভার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরে তিনি পটিয়া ও হাটহাজারী মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ঐ মাদ্রসায় হাদীসের দরস দিয়েছেন। সমগ্র বাংলাদেশের তাঁর হাজার হাজার ছাত্র ও ভক্ত রয়েছে। মরহুম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ শিক্ষকতার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বাংলাদেশে এমন কোন জেলা, উপজেলা নেই যেখানে তিনি বক্তব্য রাখেননি। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগের মাদ্রাসাসমূহের বার্ষিক সম্মেলনে খতীবে আজম প্রায়ই প্রধান অতিথি থাকতেন। জ্ঞানপিপাসু ছাত্র, শিক্ষক, আলেম ও বুদ্ধিজীবীগণ জ্ঞানআহরণের জন্য অনেক দূর থেকে তাঁর বক্তব্য শুনতে আসতেন। ছাত্র শিক্ষকদের মতে মরহুম মাওলানার এক একটি বক্তব্য যাদুমাখা স্বর্ণের মত মূল্যবান ছিল। মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সর্বদাই যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন এবং কোরআন ও হাদীসের আলোচনার গভীরে চলে যেতেন। তাঁর বক্তব্যের সময় অনেক লোককে কলম কাগজ নিয়ে নোট করতে দেখা যেতো। তিনি তাঁর বক্তব্যে উর্দু শব্দ বেশী ব্যবহার করতেন।

শ্রদ্ধা করতেন। মাওলানা সিদ্দিক আহমদকে কেন্দ্র করে অনেক সময় সকল মত ও পথের ওলামাদের ঐক্যের প্রয়াস চলেছে। মাওলানা সিদ্দিক আহমদ মরহুম উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মাওলানা আতাহার আলীর সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তাঁর বিচক্ষণতার কারণে রাজনৈতিক প্লাটফরমেও তিনি সকল মহলের আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তিনি নেজামে ইসলামে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাথে নেজামে ইসলাম ১৯টি আসন লাভ করে। তখন মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ষাট-এর দশকে জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামকে নেজামে ইসলামের সংগে একীভূত করা হয় এবং তিনি জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলামের সভাপতি ছিলেন। রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ করেও তিনি মাদ্রাসার অধ্যাপনা এবং ওয়াজ মহফিল ও ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র জীবন তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন। তিনি শুধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সমাদৃত আলেম ছিলেন না বরং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

মরহুম মাওলানা সিদ্দিক আহমদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা থেকেও অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা থেকে রাজনৈতিক অংগনে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা। আলেমদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাধনা করেছেন। ঘরোয়া আলোচনা ও উপস্থিত কথাবার্তায় মাওলানাকে অন্য কেউ তো দূরে থাক ঝানু সাংবাদিকও কোন দিন আটক করতে পারেনি। তাঁর উপস্থিতি বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যেতে হতো।

মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য সবগুলো প্রকাশিত হয়নি। মরহুম মাওলানার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুভানুধ্যায়ী ও সম-সাময়িক যারা রয়েছেন তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁর কর্মবহুল জীবনের উপর গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজন যা পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীদের যথেষ্ট কাজে আসবে। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।